শ্রী কে. জয়রাম ও অন্যান্য

ব্যাঙ্গালোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৭৫৫০-৭৫৫৩)

ডিসেম্বর ০৮, ২০২১

[বিচারপতি এস. আব্দুল নাজির এবং কৃষ্ণা মুরারি]

জমি অধিগ্রহণ-ন্যায়বিচার প্রশাসন-আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার-বস্তুগত তথ্য দমন-আবেদনকারীদের বাবার একটি গ্রামের দুটি জরিপ সংখ্যায় ১ একর ২৬ গুন্টা জমির দখল ছিল-এই জমিটি ব্যাঙ্গালোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডিএ) দ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণের জন্য অবহিত করা হয়েছিল-আবেদনকারীদের মতে, অধিগ্রহণ থেকে জমির গুন্টা বাদ দেওয়া হয়েছিল-আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা বিডিএ দ্বারা জমির এই এবং গুন্টাগুলিতে সাইট গঠন এবং উত্তরদাতা নং ৫ এবং ৬-এর পক্ষে উক্ত সাইটগুলির বরাদ্দ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। উক্ত স্থানগুলির বরাদ্দ বাতিল করার জন্য উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়-বি. ডি. এ আপত্তির বিবৃতি দাখিল করে এই যুক্তি দিয়ে যে জমিগুলি ১৯৭১ সালে বি. ডি. এ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল-স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারীরা পুরষ্কারের পরিমাণটি 'আই. ডি. ১'-এ পেয়েছিলেন-অধিগ্রহণের কার্যধারা শেষ হওয়ার এবং পুরষ্কারের পরিমাণ পাওয়ার ৩৪ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে, আবেদনকারীরা মিথ্যা ও তুচ্ছ ভিত্তিতে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন-এর আগে, আবেদনকারীরা বি. ডি. এ-এর বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলাও দায়ের করেছিলেন এই যুক্তি দিয়ে যে বি. ডি. এ দ্বারা জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি-ট্রায়াল কোর্ট মামলাটি খারিজ করে দিয়েছিল-হাইকোর্টের একটি আপিল খারিজ হয়ে গিয়েছিল-আবেদনকারীরা মামলাটি খারিজ করে দেয়নি এবং রিট পিটিশনে আপিলটি প্রকাশ করেনি-তারপরে একক বিচারকও হাইকোর্টের রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছিলেন-একক বিচারকের আপিল বিভাগ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে তাদের সমস্ত আইনি কার্যধারা প্রকাশ করা হয়নি-হাইকোর্টের পক্ষগুলির দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল-হাইকোর্টের দ্বারা একটি আপিল খারিজ করা হয়েছিল-আবেদনকারীরা রিট পিটিশনে খারিজ হওয়া এবং রিট পিটিশনে আপিল প্রকাশ করেনি-তারপরে হাইকোর্টের একক বিচারক রিট পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছেন।

এবং রিট পিটিশনে দেওয়ানি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল খারিজ করা হলে, আবেদনকারীদের বস্তুগত তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার ভিত্তিতে উপযুক্ত হতে হবে না-তারা পরিষ্কার হাতে আদালতে আসেনি এবং তারা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারও করেছে-অতএব, তারা অসাধারণ, ন্যায়সঙ্গত ও বিবেচনামূলক ত্রাণের অধিকারী নয়-এটি ছাড়াও, পুরো ৫ একর ৯ গুন্টা (আপিলকারীদের জমি সহ) সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং জমির দখল অনেক আগে নেওয়া হয়েছিল-বিডিএ দ্বারা উপস্থাপিত রেকর্ডগুলি প্রকাশ করবে যে ৮ গুন্টা জমি খরব-বি জমি-যেহেতু খরব-বি জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা যায় না, যদি অধিগ্রহণ করা হয়-অতএব, 'এই জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও প্রশ্ন নেই, যদিও প্রাথমিক প্রজ্ঞাপনে একই ছিল এবং উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত ছিল-আরও, হাইকোর্টের রিট/আপিলের সিদ্ধান্তে একটি বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশঃ ১. বিডিএ কর্তৃক প্রদত্ত নথিপত্র থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, খারাপ-বি-জমির ১২ গুঁটা জমিসহ ৫ একর ৯ গুঁটা জমির সম্পূর্ণ পরিমাণ অধিগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারীদের পিতা, উক্ত জরিপ নম্বরে ১ একর ২৬ গুঁটা জমির মালিক বলে দাবি করেছিলেন এবং আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ১ একর ১৮ গুঁটা অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ৮ গুঁটা অধিগ্রহণ থেকে বাদ পড়েছে। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে অধিগ্রহণ থেকে বাদ পড়া ৮ গুঁটা জমিতে বিডিএ স্থান তৈরি করেছে এবং বিবাদী নং ৫ এবং ৬-কে বরাদ্দ করেছে। স্বীকার করা হয়েছে যে, আপিলকারীরা একই তথ্য তুলে ধরে এবং একই রকম ভিত্তি স্থাপনের জন্য বিডিএ-র বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে অতিরিক্ত নগর দেওয়ানি আদালতে ও.এস. নং ৩৯৩৬/১৯৯৯ দায়ের করেছিলেন। ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক উক্ত মামলা খারিজ করা হয়েছে। ট্রায়াল কোর্টের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলও হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে। আপিলকারীরা মামলা দায়েরের তারিখ, দেওয়ানি আদালত কর্তৃক খারিজ এবং হাইকোর্ট কর্তৃক উক্ত রায়ের অনুমোদন রিট পিটিশনে প্রকাশ করেননি। এটা স্পষ্ট যে আপিলকারীরা রিট পিটিশনের সাথে জড়িত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি গোপন করেছেন। সুতরাং, আপিলকারীরা পরিষ্কার হাতে আদালতে আসেননি।

[অনুচ্ছেদ ১১] [৩৬৬-বি-ই]

২. এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের দ্বারা প্রয়োগ করা এখতিয়ার অসাধারণ, ন্যায়সঙ্গত এবং বিবেচনামূলক এবং এটি আবশ্যক যে রিট আদালতে আবেদনকারীকে অবশ্যই পরিষ্কার হাতে আসতে হবে এবং কোনও কিছু গোপন বা দমন না করে আদালতের সামনে সমস্ত তথ্য সামনে রাখতে হবে। একজন মামলাকারী মামলা মোকদ্দমার সাথে প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য জানাতে বাধ্য। যদি তিনি অন্য পক্ষের সুবিধা অর্জনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক উপাদান আটকে রাখেন তবে তিনি আদালতের পাশাপাশি বিপরীত পক্ষের সাথে জালিয়াতি করার জন্য দোষী হবেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। [অনুচ্ছেদ ১২] [৩৬৬-ই-জি]

৩. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যধারার বহুগুণতা রোধ করতে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার দায় থেকে বাঁচতে নীরব থেকে বা আবেদনে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়ে বস্তুগত তথ্য দমন করে বিভিন্ন বিচারিক ফোরামের মাধ্যমে অসঙ্গতিপূর্ণ আদেশ চাওয়ার বিপদ বন্ধ করতে, এই আদালতের অভিমত হল যে, পক্ষগুলিকে বিতর্কিত বিষয়ের যে কোনও অংশ সম্পর্কে অতীত বা বর্তমান সমস্ত আইনি কার্যধারা এবং মামলা মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ করতে হবে যা তাদের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। যদি, বিরোধের পক্ষগুলির মতে, কোনও আইনি কার্যধারা বা আদালতের মামলা বিচারাধীন না থাকে, তবে আইন অনুসারে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য তাদের আবেদনে বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৩৭০-বি-ডি]

৪. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যেহেতু আপিলকারীরা মামলা দায়ের এবং তার খারিজকরণ এবং দেওয়ানি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল খারিজ করার বিষয়টি প্রকাশ করেননি, তাই আবেদনকারীদের বস্তুগত তথ্য দমন করার ভিত্তিতে অ-উপযুক্ত হতে হবে। তারা পরিষ্কার হাতে আদালতে আসেনি এবং তারা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারও করেছে। অতএব, তারা অসাধারণ, ন্যায়সঙ্গত এবং স্বেচ্ছাচারী ত্রাণের অধিকারী নয়। [অনুচ্ছেদ ১৭] [৩৭০-ডি-ই]

৫। উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও, এই আদালত যোগ্যতার ভিত্তিতেও মামলাটি পরীক্ষা করেছে। উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, সার্ভে নং.১৩, ৫ একর ৯ গুন্টা, জমি পরিমাপ করে

যার মধ্যে ১২ গুন্টা ছিল খারাপ বি জমি। পুরো ৫ একর ৯টি গুন্টা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং জমির দখল অনেক আগেই নেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীদের যুক্তি হল যে তাদের বাবা সার্ভে নং-১৩/২ এবং ১৩/৪-এ ১ একর ২৬ গুন্টা জমির মালিক ছিলেন। তাদের মতে, এই জমির ক্ষেত্রে ৮টি গুন্টা জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। বিডিএ দ্বারা উপস্থাপিত নথিতে জানা যাবে যে ৮ গুন্টা জমি ১টি খারাপ-বি জমি। অতএব, এই জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, যদিও এটি প্রাথমিক ও চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি ১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা ১ একর ১৮ গুন্টা জমির জন্য বর্ধিত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন এবং তারা প্রায় ৩৪ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে অত্যন্ত বিলম্বিত পর্যায়ে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৩৭০-ই-এইচ]

৬. হাইকোর্টের ফলাফল চূড়ান্ত হয়েছে এবং আপিলে হাইকোর্ট কর্তৃক টিটি কর্তৃক গৃহীত রায়ের বিরুদ্ধে রিট আদালত আপিল করতে পারে না। আপিলে আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা আপিলকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক। [অনুচ্ছেদ ২০] [৩৭১-এফ-জি]

প্রেস্টিজ লাইটস লিমিটেড বনাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (২০০৭) ৮টি এস. সি. সি. ৪৪৯: [২০০৭] ৯টি এস. সি. আর. ১১২; উদ্যোগ ইভাম খাদি গ্রামোদ্যোগ কল্যাণ সংস্থা এবং আরেকটি বনাম উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য (২০০৮) ১টি এস. সি. সি. ৫৬০: [২০০৭]

১২ এস. সি. আর ৯৩৩; কে. ডি. শর্মা বনাম স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০০৮) ১২ এস. সি. সি ৪৮১: [২০০৮] ১০ এস. সি. আর ৪৫৪-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলার রেফারেন্স

[২০০৭] ৯ এস. সি. আর ১১২	অনুচ্ছেদ ১৩-এর উপর	নির্ভর করেছিল
[২০০৭] ১২ এস. সি. আর ৯৩৩	অনুচ্ছেদ ১৪-এর উপর	নির্ভর করেছিল
[২০০৩৮] ১০ এস. সি. আর ৪৫৪	অনুচ্ছেদ ১৫-এর উপর	নির্ভর করেছিল

দেওয়ানী আপীল ক্ষেত্রঃ দেওয়ানী আপিল নম্বর ৭৫৫০-৭৫৫৩, সাল ২০২১।

২০০৯-এর রিট আপিল নং.২৫৯২-২৫৯৩-এ ব্যাঙ্গালোরে কর্ণাটক হাইকোর্টের ০৬.০৭.২০১১ তারিখের রায় ও আদেশ এবং ২০১২-এর ১৪৭ ও ১৩৬১ নম্বর রিভিউ পিটিশনে ১১.০১.২০১৩ তারিখের আদেশ থেকে।

অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার, সিনিয়র অ্যাড., সুভাষ চন্দ্র সাগর, ই. সি./বিদ্যা সাগর, যতীশ মোহন, অচিন্ত্য তিওয়ারি, আপিলকারীদের পক্ষে ।

এস. কে. কুলকামি, এম. গিরিশ কুমার, অঙ্কুর এস. কুলকামি, মিসেস উদিতা চক্রবর্তী, সৌম্যজিৎ পানি, বিনোদ কান্না বি, গিরিশ অনন্তমূর্তি, মিসেস বৈজয়ন্তী গিরিশ, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায়টি **বিচারপতি এস. আব্দুল নাজির**, দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

অনুমতি মঞ্জুর।

২। এই আপিলগুলি কর্ণাটক হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা রিভিউ পিটিশন নম্বর ১৪৭/২০১২ এবং ১৩৬১/২০১২-এ পাস করা ১১.০১.২০১৩ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়, যা আবেদনকারীদের ২০১২ সালের বিশেষ ছুটি পিটিশন (সি) নং ৬১২৫-৬১২৬ প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়ার সময় ২৭.০২.২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা অনুসারে হাইকোর্টে আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। তবে, হাইকোর্ট ২০০৯ সালের রিট আপিল নং .২৫৯২-৯৩-এ পাস হওয়া ০৬.০৭.২০১১ তারিখের পূর্ববর্তী আদেশটি পর্যালোচনা করতে অস্বীকার করে।

৩. এই আপিলগুলির নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

৪. এখানে আপিলকারীরা হলেন একজন এম. কৃষ্ণ রেড্ডির পুত্র। তারা ২০০৫ সালে ব্যাঙ্গালোরের কর্ণাটক হাইকোর্টে বিন্নামঙ্গলা ২ পর্যায় নামে পরিচিত বিন্যাসে উত্তরদাতার পক্ষে যথাক্রমে ১৩৩৭ এবং ৬ নম্বর স্থান বরাদ্দ বাতিলের জন্য এবং অন্যান্য কিছু ত্রাণের জন্য রিট পিটিশন দাখিল করে। আবেদনকারীদের মতে তাদের বাবা এম. কৃষ্ণ রেড্ডি ছিলেন মালিক এবং ১৩ নম্বর জমির মালিক, যা ব্যাঙ্গালোর জেলার উত্তর তালুকের কাসাবা হোবলির বিন্নামঙ্গলা গ্রামের। একর ২৬ ইউনিট পরিমাপ করে, ১৯৫৪ সালের মহীশূর (ব্যক্তিগত ও বিবিধ) আইনের ৫ নম্বর ধারার অধীনে উপ-কমিশনার কর্তৃক সি. এন. ও. বহনকারী কার্যধারায় ইনাম বিলুপ্তির আদেশের ভিত্তিতে তা অর্জন করেছিলেন। এতে আরও সন্তোষ প্রকাশ করা হয় যে, জমি ও অধিকারের নথিতে এম. কৃষ্ণ রেড্ডির নামে নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং তিনি রাজ্য সরকারকে জমি রাজস্ব প্রদান করছিলেন। পুরনো মাদ্রাজ রোড এবং বনসওয়াদি রোডের (বিন্নামঙ্গলা লেআউট) মধ্যে বিন্যাস গঠনের জন্য ব্যাঙ্গালোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংক্ষেপে 'বিডিএ') দ্বারা অধিগ্রহণের জন্য এই জমিটি অবহিত করা হয়েছিল। একটি প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি মহীশূর গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল যার তারিখ ছিল

২১.০৭.১৯৬০ এর পরে ২৩.০২.১৯৬৭-এ উক্ত গেজেটে একটি চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

৫. আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, এম. কৃষ্ণ রেড্ডি ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ আধিকারিক (অতিরিক্ত এল. এ. কিউ. ও) জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর ১৮ ধারার অধীনে বিষয়টি দেওয়ানি আদালতে প্রেরণ করেছিলেন। দেওয়ানি আদালত, একটি তদন্ত পরিচালনার পরে, রেফারেন্সটি আংশিকভাবে গ্রহণ করে এবং সার্ভে নম্বরগুলিতে ১ একর ১৮ গুন্টার ক্ষেত্রে প্রদেয় পুরষ্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অধিগ্রহণ থেকে বাদ পড়া ৮ গুন্টা জমি পরিমাপ করে আপিলকারীদের মধ্যে চারটি স্থান গঠন করে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং বিভাজনের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি পাস করা হয়। এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে তারা বিডিএ দ্বারা জমির এই ৮ গুন্টায় সাইট গঠন এবং উত্তরদাতার পক্ষে উক্ত সাইটগুলির বরাদ্দ সম্পর্কে অবগত ছিল না। অতএব, তারা উল্লিখিত সাইটগুলির বরাদ্দ বাতিল করার জন্য উপরোক্ত রিট পিটিশন দাখিল করেছিল।

৬. বি ডি এ একটি আপত্তি পত্র দাখিল করেছে, যেখানে তারা উল্লেখ করেছে যে, সার্ভে নং ১৩, যার পরিমাপ ৫ একর ৯ গুন্টা এবং কিছু অন্যান্য ভূমি ১৯৭১ সালে BDA দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং তারপরে সাইট গুলি গঠন করে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পরিষ্কারভাবে, আবেদনকারীরা ৩০.১১.১৯৭১ তারিখে পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার এবং ক্ষতিপুরনের অর্থ গ্রহণের ৩৪ বছর পর, আবেদনকারীরা মিথ্যা এবং অমূলক ভিত্তিতে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। আরও বলা হয়েছে যে, বিন্নামঙ্গল গ্রামে সার্ভে নং ১৩, যার পরিমাপ ৫ একর ৯ গুন্টা এবং কিছু অন্যান্য ভূমি, জনস্বার্থের জন্য 'বানাসওয়াদি লেআউট' নামে একটি পরিকল্পনা গঠনের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। সার্ভে নং ১৩ এর জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া খাতেদাররা হলেন চান্নাপ্পা রেড্ডি, রামকৃষ্ণ রেড্ডি, এন. পাপাইয়া রেড্ডি এবং এম. কৃষ্ণ রেড্ডি। তাদের মধ্যে কেউই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। আবেদনকারীরা একটি মামলা দায়ের করেছেন, অর্থাৎ ও.এস. নং ৩৯৩৬/১৯৯৯, বি ডি এ এর বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দাবি করে, তারা দাবি করেছেন যে ৮ গুন্টা জমি বি ডি এ অধিগ্রহণ করেনি। ট্রায়াল কোর্ট ২৯.০১.২০০৩ তারিখে এই মামলা খারিজ করে দিয়েছে। এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে দ্বিতীয় আবেদনকারী আর এফ এ নং ৫১৬/২০০৩ আপিল দায়ের করেন, যা ০১.০৭.২০০৩ তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল। আপিলকারীরা রিট পিটিশনে মামলা খারিজ এবং আপিলের তথ্য প্রকাশ করেননি।

৭। মাননীয় একক বিচারক, বিষয়টি বিশদে বিবেচনা করার পরে,/০১.০৪.২০০৯-এ রিট পিটিশন খারিজ করেছেন। উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, বিদ্বান একক বিচারকের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে রিট আপিল নং ২৫৯২-২৫৯৩/২০০৯, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে হাইকোর্ট দ্বারা পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলিও খারিজ করা হয়েছিল।

৮. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার যুক্তি দেখান যে, জরিপ নম্বর ২ এবং ১-এ ২৬ একর জমি রয়েছে যার মধ্যে রাজ্য সরকার লে-আউট গঠনের জন্য মাত্র ১৮ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। বাকি ৮ গুন্টা জমি বিডিএ-র হাতে ন্যস্ত করা হয়নি, কারণ এটি অধিগ্রহণ করা হয়নি। যেহেতু বাকি ৮ গুন্টা জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি, তাই আবেদনকারীরা নিজেদের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেকেরই এই ৮ গুন্টা জমিতে গঠিত একটি জায়গার দখল রয়েছে।

৯। অন্যদিকে, বিবাদী-বিডিএ-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ এস.কে. কুলকার্নি হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশকে সমর্থন করেছেন। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে জরিপ নং ১৩-তে সম্পূর্ণ ৫ একর ৯ গুঁটা জমি ছিল এবং যার মধ্যে ১২ গুঁটা ছিল খরব-ব্লান্ড। ২৩.০২.১৯৬৭ তারিখে মহীশূর গেজেটে প্রকাশিত চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি থেকে এটি স্পষ্ট। উক্ত ৫ একর ৯ গুঁটা জমির মধ্যে, আপিলকারীদের পিতাকে ১ একর ২৬ গুঁটার দখলদারিত্ব দেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণ রেড্ডি এবং তার ভাইয়ের জমির বিষয়ে একটি সাধারণ রায় পাস করা হয়েছিল। ১ একর ১৮ গুঁটার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল যা রাজস্ব প্রদানকারী জমি অর্থাৎ খরব-বহির্ভূত জমি। খরব-ব জমি অধিগ্রহণ করা হলে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে না। খারাব জমি অধিগ্রহণকৃত রাজস্ব প্রদানকারী জমির একটি অংশ এবং খারাব জমি সহ ১ একর ২৬ গুঁটা জমির সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। অতএব, তথাকথিত অবশিষ্ট জমির উপর আপিলকারীদের কোনও অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ নেই। আরও সন্তুষ্ট যে আপিলকারীরা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য বিডিএর বিরুদ্ধে ১৯৯৯ সালের দেওয়ানি আদালতে ও.এস. নং ৩৯৩৬ দায়ের করেছিলেন। উক্ত মামলায়, রিট আবেদনের সাথে জড়িত প্রশ্নটিই উত্থাপিত হয়েছিল। দেওয়ানি আদালত কর্তৃক উক্ত মামলা খারিজ করা হয়েছিল এবং হাইকোর্ট কর্তৃক আপিলের রায় নিশ্চিত করা হয়েছিল। আপিলকারীরা উপরোক্ত মামলা খারিজ এবং রিট আবেদনে আপিলের বিষয়টি প্রকাশ করেননি। অতএব, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করার প্রশ্নেও হাইকোর্ট যথাযথভাবে আপিল খারিজ করেছেন। তিনি আপিল খারিজের জন্য প্রার্থনা করেন।

১০. আমরা পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা বারে করা জমা দেওয়া বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং রেকর্ডে রাখা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

১১। বি. ডি. এ দ্বারা উপস্থাপিত নথিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে যে অধিগ্রহণের জন্য ১২টি গুন্টা ও আরা৬-ব্ল্যান্ড সহ ৫ একর ৯ গুন্টা জমির সম্পূর্ণ পরিমাণ অবহিত করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের পিতা এম. কৃষ্ণ রেড্ডি, উক্ত জরিপ সংখ্যায়। একর ২৬ গুন্টা জমির মালিক বলে দাবি করেছেন এবং আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে। একর ও ১৮ গুন্টা অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ৮ গুন্টা অধিগ্রহণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে অধিগ্রহণ থেকে বাদ দেওয়া ৮ গুন্টা জমির মধ্যে বি. ডি. এ সাইটগুলি গঠন করেছিল এবং সেগুলি উত্তরদাতাকে বরাদ্দ করেছিল। স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারীরা ও. এস দায়ের করেছিলেন। এর আগে। বি. ডি. এ-র বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সিটি সিভিল কোর্ট অভিন্ন তথ্যের আবেদন জানিয়ে এবং অনুরূপ ভিত্তিতে অনুরোধ করে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছিল। উক্ত মামলাটি ট্রায়াল কোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল। ট্রায়াল কোর্টের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলটিও হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল। আবেদনকারীরা মামলা দায়ের, দেওয়ানি আদালত কর্তৃক এটি খারিজ এবং রিট পিটিশনে হাইকোর্টের দ্বারা উক্ত রায়ের নিশ্চিতকরণ প্রকাশ করেনি। এটি স্পষ্ট যে আপিলকারীরা এই বস্তুগত তথ্যগুলিকে দমন করেছে যা রিট পিটিশনের সাথে জড়িত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক। সুতরাং, আপিলকারীরা পরিষ্কার হাতে আদালতে আসেনি।

১২. এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার অসাধারণ, ন্যায়সঙ্গত এবং বিবেচনামূলক এবং এটি আবশ্যক যে রিট আদালতে আবেদনকারীকে অবশ্যই পরিষ্কার হাতে আসতে হবে এবং কোনও কিছু গোপন বা দমন না করে সমস্ত তথ্য আদালতের সামনে রাখতে হবে। একজন মামলাকারী মামলা মোকদ্দমার সাথে প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য জানাতে বাধ্য। যদি তিনি অন্য পক্ষের সুবিধা অর্জনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক উপাদান আটকে রাখেন তবে তিনি আদালতের পাশাপাশি বিপরীত পক্ষের সাথে জালিয়াতি করার জন্য দোষী হবেন যা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৩. প্রেস্টিজ লাইটস লিমিটেড বনাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া! মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে অবশ্যই কোনও বিশেষাধিকারের প্রতিকার উপলব্ধ নয়। অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, একটি রিট আদালত প্রকৃতপক্ষে সেই পক্ষের আচরণের কথা মনে রাখবে যা এই ধরনের এক্তিয়ার আহ্বান করছে। যদি আবেদনকারী সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ না করে বা প্রাসঙ্গিক উপকরণ বা দমন না করে

---

১ (২০০৭) ৮ এস. সি. সি ৪৪৯

অন্যথায় আদালতকে বিভ্রান্ত করার জন্য দোষী, আদালত বিষয়টি বিচার না করেই/পদক্ষেপটি খারিজ করতে পারে। এটি এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

> "৩৩ এইভাবে এটা স্পষ্ট যে, যদিও আপিলকারী সংস্থাটি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল, তবুও এটি আদালতের কাছে সমস্ত তথ্য অকপটভাবে জানায়নি। হাইকোর্ট সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বিবেচনামূলক এবং অসাধারণ এক্তিয়ার প্রয়োগ করে। উপরন্তু, একটি আইন আদালতও ন্যায়বিচারের আদালত। অতএব, এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে কোনও পক্ষ যখন কোনও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়, তখন তাকে অবশ্যই কোনও সংরক্ষণ ছাড়াই আদালতের সামনে সমস্ত তথ্য পেশ করতে হবে। যদি আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বস্তুগত তথ্য দমন করা হয় বা বিকৃত তথ্য আদালতে পেশ করা হয়, তবে রিট আদালত আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারে এবং বিষয়টির যোগ্যতার মধ্যে প্রবেশ না করে এটি খারিজ করতে পারে।"

১৪. **উদ্যামি ইভাম খাদি গ্রামোদ্যোগ কল্যাণ সংস্থা এবং অপর একটি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য** 'মামলায়, এই আদালত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে রিট প্রতিকারটি ন্যায়সঙ্গত এবং উচ্চতর আদালতে যাওয়া একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই একজোড়া পরিষ্কার হাত নিয়ে আসতে হবে। এই ধরনের ব্যক্তির কোনও বস্তুগত সত্যকে দমন করা উচিত নয়, তবে বারবার আইনি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয় যা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান।

১৫. **কে. ডি. শর্মা বনাম স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য** মামলায়, এটি এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

> "**৩৪.** অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার অসাধারণ, ন্যায়সঙ্গত ও বিবেচনামূলক। এতে উল্লিখিত বিশেষাধিকার রিটগুলি যথেষ্ট ন্যায়বিচার করার জন্য জারি করা হয়। অতএব, এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে রিট আদালতে আবেদনকারীকে অবশ্যই পরিষ্কার হাতে আসতে হবে, কোনও কিছু গোপন বা দমন না করে সমস্ত তথ্য আদালতে সামনে রাখতে হবে এবং যথাযথ ত্রাণ চাইতে হবে। প্রাসঙ্গিক এবং বস্তুগত তথ্যের কোনও স্পষ্ট প্রকাশ না থাকলে বা আবেদনকারী আদালতকে বিভ্রান্ত করার জন্য দোষী হলে, দাবির যোগ্যতা বিবেচনা না করে তার আবেদনটি দ্বারপ্রান্তে খারিজ করা যেতে পারে।

---

২ (২০০৮) ১ এস সি সি ৫৬০

৩ (২০০৮) ১২এস সি সি ৪৮১

৩৫. আর. বনাম কেনসিংটন আয়কর কমিশনের প্রধান মামলায় স্ক্রুটন, এল. বিচারপতি দ্বারা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি সংক্ষেপে বলা হয়েছে-(১৯১৭) ১ কেবি ৪৮৬:৮৬ এল. বিচারপতি কে. বি এল. টি ১৩৬ (সিএ) ১ নিম্নলিখিত শব্দগুলিঃ (কেবি পৃ. ৫১৪)

> " .....কিন্তু এটি তথ্য সম্পর্কে কিছুই জানে না, এবং আবেদনকারীকে অবশ্যই সম্পূর্ণ এবং ন্যায্যভাবে তথ্যগুলি উল্লেখ করতে হবে; এবং যে শাস্তির মাধ্যমে আদালত সেই বাধ্যবাধকতা ১s প্রয়োগ করে যে যদি এটি জানতে পারে যে তথ্যগুলি সম্পূর্ণ এবং ন্যায্যভাবে বলা হয়নি, তবে আদালত অসম্পূর্ণ বিবৃতির বিশ্বাসের উপর যে কোনও পদক্ষেপ নিয়েছে তা বাতিল করে দেবে
>
> (জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৬. একটি বিশেষাধিকারমূলক প্রতিকার অবশ্যই কোনও বিষয় নয়। অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় একটি রিট আদালত অবশ্যই আদালতের এখতিয়ার আহ্বানকারী পক্ষের আচরণের কথা মনে রাখবে। আবেদনকারী যদি মিথ্যা বিবৃতি দেয় বা বস্তুগত সত্যকে দমন করে বা আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তবে আদালত কেবল সেই ভিত্তিতেই পদক্ষেপটি খারিজ করতে পারে এবং এই বলে মামলার গুণাবলীতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করতে পারে যে, *"আপনি যা করেছেন তার কারণে আমরা আপনার আবেদন শুনব না।"* বৃহত্তর জনস্বার্থে এই নিয়মটি তৈরি করা হয়েছে যাতে অসাধু মামলাকারীরা প্রতারণা করে আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে।

৩৭. কেনসিংটন আয়কর কমিস্নে. (উপরে), ভিসকাউন্ট রিডিং, সি. বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ (কেবি পিপি. ৪৯৫-৯৬)

".....যখন এই আদালতে একটি একপক্ষীয় আবেদনের মাধ্যমে কোনো রুল নিসি বা অন্য কোনো প্রক্রিয়া চাওয়া হয়েছে, যদি আদালত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, আবেদনটির পক্ষে দেওয়া হলফনামাটি সৎ নয় এবং সঠিকভাবে তথ্য তুলে ধরা হয়নি, বরং তা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে আদালতকে প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়, তবে আদালত তার নিজস্ব সুরক্ষা এবং প্রক্রিয়ার অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য, আবেদনের পক্ষে কোনো শুনানি না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি আদালতের একটি অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা,

তবে এটি এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত যা কেবল আদালতের মনে বিশ্বাস/প্রত্যয় নিয়ে আসে যে এটি প্রতারিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে আবেদনকারীর হলফনামায় যে তথ্যগুলি বলা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা হবে এবং আদালত যখন হলফনামাটি পড়বে এবং সত্য ঘটনাগুলি জানবে তখন আদালতের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে এমন সমস্ত কিছু শোনা হবে। তবে এর ফলাফল, পরীক্ষা এবং শুনানি যদি কোনও সন্দেহ না রাখে যে আদালত প্রতারিত হয়েছে, তবে এটি আবেদনকারীর কাছ থেকে এমন কোনও কার্যধারায় আরও কিছু শুনতে অস্বীকার করবে যা কেবল বিভ্রান্তিকর হলফনামার মাধ্যমে চালু করা হয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৮. উপরোক্ত নীতিগুলি আমাদের আইনি ব্যবস্থাতেও গৃহীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত আইন অনুসারে, যে পক্ষ সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের বা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও হাইকোর্টের অসাধারণ এখতিয়ারের আহ্বান জানায়, তাকে সত্যবাদী, স্পষ্ট এবং উন্মুক্ত বলে মনে করা হয়। তাকে অবশ্যই সমস্ত বস্তুগত তথ্য প্রকাশ করতে হবে কোনও আপত্তি ছাড়াই, এমনকি সেগুলি তার বিরুদ্ধে হলেও। তাকে "লুকোচুরি" বা "বাছাই" করার অনুমতি দেওয়া যাবে না যা তিনি প্রকাশ করতে পছন্দ করেন এবং অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করতে (গোপন) বা প্রকাশ করতে (গোপন) পছন্দ করেন না। রিট এখতিয়ারের মূল ভিত্তি সত্য এবং সম্পূর্ণ (সঠিক) তথ্য প্রকাশের উপর নির্ভর করে। যদি বস্তুগত তথ্যগুলিকে দমন বা বিকৃত করা হয়, তবে রিট আদালতের কাজকর্ম এবং অনুশীলন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আবেদনকারীকে অবশ্যই কোনও যোগ্যতা ছাড়াই চাওয়া প্রতিকারের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। এর কারণ হল "আদালত আইন জানে কিন্তু তথ্য নয়"।

৩৯. কেনসিংটন ইনকাম ট্যাক্স কমিউনিকেশনস. (উপরে উল্লিখিত)-এ হাইলাইট করা প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি যদি মনে রাখা হয়, তবে একজন আবেদনকারী যিনি স্পষ্ট তথ্য এবং "ক্লিন ব্রেস্ট" নিয়ে আসেন না, তিনি "নোংরা হাত" দিয়ে আদালতের রিট ধরে রাখতে পারবেন না। বস্তুগত তথ্য দমন বা গোপন করা কোনও সমর্থন নয়। এটি একটি জালিয়াতি, কারসাজি, কৌশল বা ভুল উপস্থাপনা, যার ন্যায়সঙ্গত এবং বিশেষাধিকারের এখতিয়ারে কোনও স্থান নেই। যদি আবেদনকারী সমস্ত বস্তুগত তথ্য ন্যায্যভাবে এবং সত্যিকার অর্থে প্রকাশ না করে তবে সেগুলিকে বিকৃত পদ্ধতিতে উল্লেখ করে এবং আদালতকে বিভ্রান্ত করে, তবে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবং তার প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে নিয়ম বাতিল এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলার পরীক্ষা চালিয়ে যেতে অস্বীকার করে। যদি আদালত আবেদন প্রত্যাখ্যান না করে

-এই ভিত্তিতে যে আদালত তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের আবেদনকারীকে আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের জন্য আদালত অবমাননার জন্য মোকাবিলা করতে হবে।

১৬. আমাদের এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একই বিষয় এবং টিএম-এর সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যধারার বহুগুণতা রোধ করার জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, একটি মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার দায় এড়ানোর জন্য নীরব থেকে বা আবেদনে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়ে বস্তুগত তথ্য দমন করে বিভিন্ন বিচারিক ফোরামের মাধ্যমে অসঙ্গতিপূর্ণ আদেশ চাওয়ার বিপদ বন্ধ করার জন্য, আমরা মনে করি যে পক্ষগুলিকে বিতর্কের বিষয়ের যে কোনও অংশ সম্পর্কে অতীত বা বর্তমান সমস্ত আইনি কার্যধারা এবং মামলা মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ করতে হবে যা তাদের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। যদি, বিরোধের পক্ষগুলির মতে, কোনও আইনি প্রক্রিয়া বা আদালতের মামলা বিচারাধীন না থাকে, তবে আইন অনুসারে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য তাদের আবেদনে বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১৭. তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, যেহেতু আপিলকারীরা মামলা দায়ের এবং তার খারিজকরণ এবং দেওয়ানি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল খারিজ করার বিষয়টি প্রকাশ করেনি, তাই আবেদনকারীদের বস্তুগত তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার ভিত্তিতে নির্দোষ হতে হবে। তারা পরিষ্কার হাতে আদালতে আসেনি এবং তারা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারও করেছে। অতএব, তারা অসাধারণ, ন্যায়সঙ্গত-এবং বিবেচনামূলক ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী নয়।

১৮। উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও আমরা গুণাগুণের ভিত্তিতেও মামলাটি পরীক্ষা করেছি। উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, জরিপ নং ১৩-এ ৫ একর ৯ গুন্টা পরিমাপ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১২টি গুন্টা ছিল ৬-ব্ল্যান্ড। পুরো ৫ একর ৯ গুন্টা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং জমির দখল অনেক আগে নেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীদের যুক্তি হল যে তাদের বাবা, এম. কৃষ্ণ রেড্ডি, জরিপ নং ১৩/২ এবং ১৩/৪-এ। একর ২৬ গুন্টা জমির মালিক ছিলেন। তাদের মতে, ০৮ গুন্টা জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি এবং এই জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। বি. ডি. এ-র নথি থেকে জানা যায় যে, ৮টি গুন্টা জমি হল খরব-বি জমি। অতএব, এই জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, যদিও প্রাথমিক ও চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপনে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি ১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা ১ একর ১৮ গুন্টা জমির জন্যও বর্ধিত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন এবং তারা প্রায় ৩৪ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে অত্যন্ত বিলম্বিত পর্যায়ে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন।

১৯। পূর্বোক্ত মামলায় আবেদনকারীরা একই যুক্তি তুলে ধরেছেন। উক্ত মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয় এবং হাইকোর্ট কর্তৃক ০১.০৭.২০০৩-এ আরএফএ নং .৫১৬/২০০৩-এ দেওয়ানি আদালতের রায় নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়ঃ

> ".....তদনুসারে, তাত্ক্ষণিক মামলায়, ট্রায়াল কোর্ট ৩ নং ইস্যুটিকে একটি প্রাথমিক ইস্যু হিসাবে রায় দিয়েছে যা মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত এবং যে তথ্যগুলির ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিতর্কিত হতে পারে না এবং যার ক্ষেত্রে শুদ্ধতার অনুমান রয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে ১ নং আইডির সমগ্র পরিমাণের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের কার্যধারা চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে, বাদীদের মামলাটি সিপিসির ৯ নং ধারার অধীনে অন্তর্নিহিতভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং তাই টেকসই নয়। আমি ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও বিকৃতি খুঁজে পাই না। নিঃসন্দেহে সত্য যে, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে একটি যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, বি. ডি. এ দ্বারা সি. আই. নং. এবং -এ মাত্র ১৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৮ গুন্টা জমি বাদীর দখলে রয়েছে। তবে রেকর্ডে রাখা উপকরণগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে সি. আই. নং. ১৩-এ জমির পুরো পরিমাণ বি. ডি. এ দ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার উপর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছিল। এটি বিতর্কিত নয় যে বাদীর বাবা শ্রী কৃষ্ণ রেড্ডি উত্তরদাতা/বিডিএ-র সামনে অধিগ্রহণের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন এবং তিনি বিজ্ঞাপিত খতেদারদের মধ্যে একজন ছিলেন। অতএব, এই পরিস্থিতিতে, যখন জমির পুরো পরিমাণ অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তখন আবেদনকারী/বাদীর দাবি গ্রহণ করা বরং কঠিন। অতএব, আবেদনকারীর দায়ের করা এই আবেদনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

২০. হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং রিট আদালত আপিলে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিলে বসতে পারে না। আপিলে আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা আবেদনকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক।

২১। উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই আপিলগুলিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়। বকেয়া আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

অঙ্কিত গায়েন আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly